

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

পেঙ্গিল, আঁকা, সুন্দর, রঙিন, পরিপূর্ণ, সম্ভব, সিন্ধু, মৌলিক, পর্যায়, গুরুত্বপূর্ণ, গাঢ়, রংধনু, বৃষ্টি, ষড়ঋতু, প্রকৃতি, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, গ্রীষ্মকাল, শ্রু, বিবর্ণ, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, ঝড়, স্বাদ, মিষ্টি, বর্ষাকাল, আষাঢ়, শ্রাবণ, ঝিরঝির, সুস্বাদু, স্বচ্ছ, ভাদ্র, আশ্বিন, দৃশ্য, অগ্রহায়ণ, পৌষ, আভিনা, কৃষ্ণচূড়া, বৈচিত্র্য, উজ্জ্বল, ফাল্গুন, চৈত্র, নিসর্গ, লক্ষ্মীসরা, ক্ষুদ্র, প্রশংসা।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান



শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি



ক ▶ প্রকৃতিনির্ভর ছড়া, কবিতা বা গল্প লিখে দেয়াল-পত্রিকা প্রকাশ (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৪২

উত্তর : 'লখার একুশে' গল্পের কর্ম-অনুশীলন প্রশ্নের খ নং-এ দেয়াল পত্রিকা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। সেখান থেকে জেনে নাও।

খ ▶ প্রকৃতিনির্ভর ছবি একে প্রদর্শনীর আয়োজন (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৪২

উত্তর : প্রকৃতিনির্ভর ছবি মানে চারপাশের পরিবেশের ছবি। যেমন : গাছপালা, ফুল-পাখি, প্রজাপতি, নদী, নৌকা, গৃহপালিত পশু, গায়ের বধু, দইওয়ালা, গরুর গাড়ি, আকাশ, ফসলের মাঠ ইত্যাদি।

তোমরা প্রধান শিক্ষককে 'চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হবে' এই মর্মে একটি নোটিশ করতে অনুরোধ কর। নিজেরা তাঁর অনুমতি নিয়ে ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে সবাইকে জানাও এবং নির্ধারিত তারিখে সবাই চিত্রাঙ্কনে অংশগ্রহণ কর। শ্রেষ্ঠ আঁকিয়েদের নাম বোর্ডে টানাও এবং ছবিগুলো বাঁধিয়ে ফুলে রাখ।

গ ▶ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৪২

উত্তর : কোনো শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে তোমরা নিজেরাই এ প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ গদ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি—এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি ছুদ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. ছবি আঁকার মৌলিক রংগুলো কী?

- ক) হলুদ, সবুজ ও বেগুনি গ) লাল, হলুদ ও কমলা
খ) লাল, নীল ও হলুদ ঘ) হলুদ, নীল ও সবুজ

২. অগ্রহায়ণে মাঠে গেরুয়া বাহার দেখে বোঝা যায়—

- i. আকাশে রংধনু উঠেছে
ii. মাঠে ধান পেকেছে
iii. মানুষের পোশাকে বৈচিত্র্য এসেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

*[বি. দ্র. : সঠিক উত্তর হবে ii]

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বোনের সাথে বেড়াতে যায় সবিতা। সেখানে তার বোন তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখায়। ইঠাৎ সবিতার চোখ ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিলে আটকে যায়। সেখানে রংবেরঙের হাজার হাজার পাখির মেলা বসেছে। কিন্তু কোনো পাখিই তার পরিচিত নয়।

৩. উদ্দীপকের অচেনা পাখিগুলো ছবির রং রচনায় উল্লিখিত কোন ঋতুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?

- ক) বর্ষাকাল খ) শরৎকাল গ) শীতকাল ঘ) বসন্তকাল

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাখিগুলোকে আমাদের দেশে কী বলে?

- ক) মায়াবী পাখি খ) রংবেরঙের পাখি
গ) বসন্তের পাখি ঘ) অতিথি পাখি

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

▶ প্রশ্ন ১ | গত ভিসেঘরে রিংকু তার মামার বাড়ি আলোকদিয়ায় বেড়াতে যায়। তার মা তাকে সেখানকার বিদ্যালয়ে নিয়ে যান। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নানা রঙের অনেক ফুল আর প্রজাপতি দেখে সে মুগ্ধ হয়। সেখানে সে শিক্ষার্থীদের তৈরি উজ্জ্বল রঙের নানা ধরনের পুতুল, বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা ছবি দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে।



ক. চাঘিরা কোন মাসে দল বেঁধে ফসল কাটে? ১

খ. 'এ দেশের প্রকৃতি নানারূপে প্রতিফলন ঘটেছে।'— বৃষ্টিয়ে লেখ। ২

গ. বিদ্যালয়ের দৃশ্যে কোন ঋতুর পরিচয় পাওয়া যায়? ৩

ঘ. 'বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি পুতুল ও আঁকা ছবিগুলো যেন আমাদেরই প্রকৃতি।'— 'ছবির রং' প্রবন্ধের আলোকে এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অগ্রহায়ণ মাসে চাঘিরা দল বেঁধে ফসল কাটে।

খ. ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপ বদলায় যাতে প্রতিফলিত হয় নানান রং।

গ. বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের চারপাশের পরিবেশের রূপ ও রং বদলে যায়। চারপাশের গাছ-লতাপাতা, ফুল, মাঠ, নদী, পাহাড় সবকিছুর রূপ ও রং আছে। বাংলাদেশের ছয়টি ঋতুতে বাংলার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। মাঠে-ঘাটে কালো, সাদা, হলুদ, গেরুয়া, লাল বিচিত্র সব রঙের দেখা পাওয়া যায়। ঋতুভেদে মানুষের পোশাকের রঙেও থাকে ভিন্নতা। তাই বলা যায় যে, এ দেশের প্রতিটি ঋতুতেই নানা রূপের প্রতিফলন ঘটে।

ঘ. উদ্দীপকের বিদ্যালয়ের দৃশ্যে বসন্ত ঋতুর পরিচয় পাওয়া যায়।

• ষড়ঋতুর এ বাংলাদেশে বসন্ত আসে নানা রঙের বৈচিত্র্য নিয়ে। চারদিকে শুধু রঙের মেলা। গাছে গাছে ফুল-পাখির মেলা বসে। এজন্য বসন্তকে বলা হয় ঋতুরাজ।

• উদ্দীপকে বিদ্যালয়ের দৃশ্যের বর্ণনায় বসন্ত ঋতুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নানা রঙের অনেক ফুল আর প্রজাপতি বসন্ত ঋতুর ছবি মনে করিয়ে দেয়। 'ছবির রং' প্রবন্ধে বসন্ত ঋতুর বর্ণনা রয়েছে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্তকাল। এ সময় সুন্দর ও সতেজ ফুল ফোটে, হাজার-লক্ষ প্রজাপতি, পাখি উড়ে বেড়ায়। উদ্দীপকের বিদ্যালয়ের দৃশ্যে তাই বসন্ত ঋতুর পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘ. 'বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি পুতুল ও আঁকা ছবিগুলো যেন আমাদেরই প্রকৃতি।'— মন্তব্যটি যথার্থ।

• বাংলাদেশ নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ। বাংলাদেশের শিশুরা এই সুন্দর দৃশ্যই বিভিন্ন মৌলিক রঙের সাহায্যে তাদের চিত্রকর্মে ফুটিয়ে তোলে।

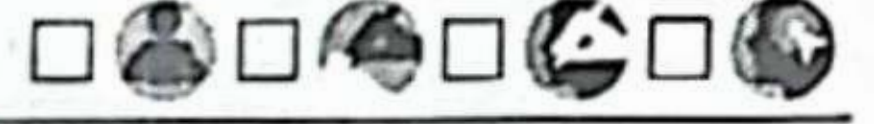
• উদ্দীপকের রিংকু তার মামার বাড়ি আলোকদিয়ায় বেড়াতে যায়। সে সেখানকার বিদ্যালয়ে বেড়াতে যায়। সেখানে সে শিক্ষার্থীদের তৈরি পুতুল ও আঁকা ছবি দেখে অভিভূত হয়। কারণ তারা বাংলাদেশের প্রকৃতিকেই তাদের চিত্রকর্মে স্থান দিয়েছে। আর ছয় ঋতুতে বাংলাদেশের প্রকৃতি একেক রকম রূপ ধারণ করে। অন্যদিকে আলোচ্য প্রবন্ধেও বাংলাদেশের প্রকৃতি, ছয় ঋতু, ঋতুভেদে রঙের পরিবর্তন ও চিত্রশিল্পীদের নানা রকম উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

• আমাদের চারপাশে গাছপালা, লতাপাতা, ফুল-ফল, মাঠ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি যা যা দেখি, চিত্রশিল্পীরা সেসব চিত্র তাঁদের চিত্রকর্মে ফুটিয়ে তোলেন। উদ্দীপকের শিক্ষার্থীরাও তাই করছে। 'ছবির রং' প্রবন্ধেও এ কথা বলা হয়েছে। আমাদের শিশুরা ছবিতে উজ্জ্বল, সাহসী ও মৌলিক রং ব্যবহার করে যা তারা প্রকৃতি থেকে দেখে। তাই বলা যায় যে, মন্তব্যটি যথার্থ।

সৃজনশীল অংশ



কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি



১. মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকের বিষয় : বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প ও লোক সংস্কৃতি।

প্রশ্ন ২। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের গ্রামে গ্রামে বিচিত্র লোকশিল্পের চর্চা হয়ে এসেছে। কাঠের, বাঁশের, বেতের, সুতার, পাটের এবং তামা-দস্তা-লোহা-স্বর্ণের বিচিত্র শিল্পকর্ম এদেশের প্রতিটি গ্রামে বহুল প্রচলিত। এর মধ্যে মাটির গড়া শিল্প সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

[তথ্যসূত্র : পাঠ-পরিচিতি— 'কতদিকে কত কারিগর']

- ক. বাংলাদেশের শিল্পীরা কেমন? ১
খ. গ্রীষ্মকালে প্রকৃতি কেমন থাকে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকটি 'ছবির রং' প্রবন্ধের কোন বিষয়টির প্রতিনিধিত্ব করে? ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'ছবির রং' প্রবন্ধের আংশিক দিককে ধারণ করে— তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশের শিল্পীরা অনেক মুক্ত, সহজ ও সাহসী।

খ. গ্রীষ্মকালে প্রকৃতি শুষ্ক ও গরম থাকে।

• ছয় ঋতুর মধ্যে অন্যতম গ্রীষ্মকাল। এই ঋতুতে চারদিকে প্রচণ্ড গরম থাকে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে চারপাশের নদী-নালা, খাল-বিল সবকিছু শুকিয়ে যায়। গাছপালা, সবুজ শস্যক্ষেত বিবর্ণ ও ফ্যাকাসে হয়ে যায়। আবার এরই মাঝে আকাশে কালো মেঘের সজো বিদ্যুৎ চমকতে দেখা যায়। অনেক সময় প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাতও ঘটে এবং এই সময় ঝড়বৃষ্টিও হতে দেখা যায়। সবকিছু মিলিয়ে গ্রীষ্মকালে প্রকৃতিতে নানান বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

গ. উদ্দীপকটি 'ছবির রং' প্রবন্ধের লোকশিল্পী ও লোকশিল্পের বিষয়টির প্রতিনিধিত্ব করে।

• আমাদের দেশের অনেক ঐতিহ্যের মধ্যে লোকশিল্প অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের জাতির পরিচয় বহন করছে এই লোকশিল্প। তবে সঠিক পরিচর্যা ও সচেতনতার অভাবে বিলুপ্ত হতে চলেছে এই শিল্প। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সচেতনতায় লোকশিল্পের হারানো দিন ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

• উদ্দীপকে গ্রামীণ জীবনে লোকশিল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামে গ্রামে লোকশিল্পের চর্চা হয়ে আসছে। কাঠ, বাঁশ, বেত, সুতা, পাট ছাড়াও তামা-দস্তা, লোহা-সোনার বিচিত্র শিল্পকর্ম অত্যন্ত প্রচলিত আমাদের গ্রামগুলোতে। এর চেয়েও অধিক প্রচলিত মাটির তৈরি শিল্প। মূলত উদ্দীপকে আমাদের দেশের গ্রামগুলোয় প্রচলিত লোকশিল্প সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। 'ছবির রং' প্রবন্ধেও গ্রামবাংলার লোকশিল্পের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেশের গ্রামীণ লোকশিল্পীরা তৈরি করেন মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, লক্ষীসরা, শাখের হাড়ি, নকশিকাঁথা, হাতপাখা ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন রং ব্যবহার করে ছবি ও শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করেছে তারা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'ছবির রং' প্রবন্ধের লোকশিল্পী ও লোকশিল্পের বিষয়টির প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ. উদ্দীপকটি 'ছবির রং' প্রবন্ধের আংশিক দিককে ধারণ করে— মন্তব্যটি যথার্থ।

• আমাদের গ্রামবাংলা ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যে ভরপুর। নগরায়নের ফলে অনেক সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে চলে গেলেও আমাদের গ্রামবাংলার অনেক ঐতিহ্য এখনও ধরে রেখেছে কিছু মানুষ। তাদের কাছে নিজেদের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যই সবকিছুর উর্ধ্বে।

• উদ্দীপকে গ্রামীণ লোকশিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের গ্রামবাংলায় লোকশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এর স্থান দখল করে আছে। কাঠ, বাঁশ, বেত, সুতা পাট ছাড়াও সোনা-সহ বিভিন্ন ধাতব বস্তু থেকে তৈরি শিল্প আমাদের গ্রামবাংলায় অনেক প্রচলিত। তবে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ মাটির শিল্প, যা উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ছবির রং' প্রবন্ধে আমাদের দেশের লোকশিল্পীরা যে ধরনের শিল্প তৈরি করে তার কথা বলা হয়েছে। তারা তৈরি করে নকশিকাঁথা, শাখের হাড়ি, হাতপাখা, পাটি ইত্যাদি। এছাড়া প্রবন্ধে আমাদের দেশের ছয় ঋতুর কথাও বলা হয়েছে। প্রত্যেক ঋতুতে এদেশ আলাদা আলাদা রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন রং, নানা রঙের ফুল এবং বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয়েছে প্রবন্ধে।

• উদ্দীপকে শুধু লোকশিল্পের কথা বলা হয়েছে, যা আমাদের গ্রামবাংলায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। 'ছবির রং' প্রবন্ধে শুধু লোকশিল্পের কথাই বলা হয়নি, এদেশের ঋতু সম্পর্কে, বিভিন্ন রং সম্পর্কে এবং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে শুধু লোকশিল্পের কথা বলা হয়েছে, যা প্রবন্ধের একটি অংশের ধারক। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'ছবির রং' প্রবন্ধের আংশিক দিককে ধারণ করে।

উদ্দীপকের বিষয় : শরৎকালে বাংলাদেশের প্রকৃতি।

প্রশ্ন ৩। শরতের আকাশ দেখে আপনি ভাবেন, ঢাকার আকাশে মেঘ দেখা যায় না; ইস্ একটু গ্রাম-গ্রাম ভাব যদি থাকত! কোথায় পাবেন গ্রাম? নেই। কোথায় সেই গ্রাম, কাশফুলের সাদা সাদা বালুচর! আমিন বাজার, আশুলিয়ায় এক সময় ছিল। সব চলে যাচ্ছে 'ভূমিজিল'দের (যারা ভূমি গিলে খায়!) পেটের ভেতর। শহর ছেড়ে একটু দূরে গেলে ইঠাং কাশফুলের গভীর অরণ্য। গাড়ি থামিয়ে ডিজিটাল ক্যামেরায় কয়েকটা ছবি তুলে দে দৌড়। যাক, প্রোফাইল আর কভার পিকচারটা হয়ে গেল।

[তথ্যসূত্র : রসেবসে বারো মাস— সুমন সাজ্জাদ]

- ক. রংধনুর কয়টি রং? ১
খ. বাংলাদেশের ষড়ঋতু বাঙালির মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকটি 'ছবির রং' প্রবন্ধের সজো কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩
ঘ. "সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটিই প্রবন্ধে প্রতিফলিত একমাত্র দিক নয়।"— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. রংধনুর সাতটি রং।

খ. নিসর্গের উজ্জ্বল-সুন্দর নানা রঙের সমাবেশ ও রূপের কারণে বাংলাদেশের ষড়ঋতু বাঙালির মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

• বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ছয়টি ঋতুতে প্রকৃতি নানাভাবে বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয়। অনেক কাল আগে থেকেই বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের চারপাশের পরিবেশের রূপ ও রং পাল্টে যায়। আর এর প্রভাব পড়ে মানুষের মনে। ঋতুর পালাবদলে বাঙালির মন আলোড়িত হয় বারবার।

গ। • উদ্দীপকটি ‘ছবির রং’ প্রবন্ধের শরতের সৌন্দর্যের বর্ণনার দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

• বাংলাদেশের প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। এদেশের প্রকৃতি ঋতুভেদে বিচিত্র সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের মাঝে আসে। এদেশের প্রকৃতির অপূর্ণ শোভা আমাদের নজর কাড়ে।

• উদ্দীপকে শরৎকালের আকাশের সুন্দর মেঘ, কাশফুল, সাদা বালুচর ইত্যাদির কথা উল্লেখ রয়েছে। যদিও শরতের এমন প্রকৃতি বর্তমান সময়ে পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। ‘ছবির রং’ প্রবন্ধেও বিভিন্ন ঋতুর পাশাপাশি শরৎকালের বর্ণনা রয়েছে। শরৎকালে আকাশে মেঘ পেঁজা তুলোর মতো দেখায়। নদীর ধারের কাশফুল, বিলের শাপলা ফুলের সৌন্দর্যের কথাও বলা হয়েছে প্রবন্ধে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘ছবির রং’ প্রবন্ধের শরৎকালের সৌন্দর্যের বর্ণনার দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ। • “সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটিই প্রবন্ধে প্রতিফলিত একমাত্র দিক নয়।”— মন্তব্যটি যথার্থ।

• প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণেই বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে এ সৌন্দর্য এক ধরনের আলাদা স্থান করে নেয়। কারণ এদেশের সৌন্দর্যের তুলনা অন্য কোনো কিছুর সঙ্গেই করা যায় না। আর এ কারণেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বলা হয় বাংলাদেশকে।

• উদ্দীপকে শুধু শরৎকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। শরৎকালে প্রকৃতির মাঝে আকাশের মেঘে, নদীর কাশফুলে যে অপূর্ণ সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এখানে তারই বর্ণনা রয়েছে। ‘ছবির রং’ প্রবন্ধে বাংলাদেশের সব ঋতুরই বর্ণনা করা হয়েছে। বৈচিত্র্য অনুযায়ী সব ঋতুর সৌন্দর্যও প্রকাশিত হয়েছে প্রবন্ধে। এছাড়া এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি বিভিন্ন রং, লোকশিল্প, তান্তি ও তাঁতের ব্যবহারে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের কথা উঠে এসেছে। পাশাপাশি শিল্পী ও শিল্প সম্পর্কেও প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

• উদ্দীপকে শুধু প্রকৃতির একটি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ‘ছবির রং’ প্রবন্ধে প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। তার সঙ্গে শিল্পী ও শিল্পের নানান দিক উপস্থাপিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে ‘ছবির রং’ প্রবন্ধের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটিই প্রবন্ধের একমাত্র দিক নয়।

উদ্দীপকের বিষয় : শরৎকালের নিসর্গ শোভা।

প্রশ্ন ৪। বাতাসে শিউলি ফুলের সুবাস ছড়িয়ে আসে শরৎ। ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। এ সময় বর্ষার কালো মেঘ সাদা হয়ে স্বচ্ছ নীল আকাশে তুলোর মতো ভেসে বেড়ায়। নদীর তীরে তীরে বসে সাদা কাশফুলের মেলা। বিকেল বেলা মালা গেঁথে উড়ে চলে সাদা বকের সারি। সবুজ ডেউয়ের দোলায় দুলে ওঠে ধানের খেত। রাতের আকাশে জ্বলজ্বল করে অজস্র তারার মেলা। শাপলার হাসিতে বিলের জল ঝলমল ঝলমল করে।

[তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের ষড়ঋতু, বাংলা ব্যাকরণ ও নিয়মিত, অষ্টম শ্রেণি NCTB]

- ক. ‘ষড়’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. বাংলাদেশের শিশুদের আঁকা ছবি খুব সহজেই চেনা যায় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘ছবির রং’ প্রবন্ধের কোন বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকের ভাবার্থে ‘ছবির রং’ প্রবন্ধে আলোচিত আমাদের প্রকৃতির রূপই যেন প্রতিফলিত হয়েছে।”— উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘ষড়’ শব্দের অর্থ ছয়।

খ. বাংলাদেশের শিশুদের আঁকা ছবির রং অনেক উজ্জ্বল, সাহসী এবং মৌলিক রং ঘেঁষা বৈশিষ্ট্যের কারণে খুব সহজেই চেনা যায়।

গ. বিভিন্ন ঋতুতে বাংলার প্রকৃতি সেজে ওঠে উজ্জ্বল রঙে। যার ফলে বাংলার শিশুদের মনও নানাভাবে প্রভাবিত হয়। বাংলার শিশুরা মনের মাধুরী মিশিয়ে ছবি আঁকে। আর সে কারণেই বাংলাদেশের শিশুদের আঁকা ছবিতে অনেক উজ্জ্বল ও মৌলিক রঙের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিশুদের আঁকা ছবিতে সাহসিকতার ছাপ দেখা যায়। উক্ত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশের শিশুদের আঁকা ছবি খুব সহজেই চেনা যায়।

গ। • শরৎকালের সৌন্দর্য বর্ণনার দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে ‘ছবির রং’ প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

• বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমরা বিমোহিত হই বারবার। বিভিন্ন ঋতুতে বাংলা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণেই এদেশকে সৌন্দর্যের রানি বলা হয়।

• উদ্দীপকে শরৎকালে বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকটি ফুটে উঠেছে। ষড়ঋতুর বাংলাদেশে শিউলি ফুলের সুবাস ছড়িয়ে আসে শরৎকাল। এ সময় নীল আকাশে সাদা মেঘ তুলোর মতো ভেসে বেড়ায়। নদীর তীর সাদা কাশফুলে ভরে যায়। ধানের সবুজ মাঠ বাতাসের দোলায় নেচে ওঠে। শাপলা ফুলে ভরে ওঠে বিলের ঝলমল জল। ‘ছবির রং’ প্রবন্ধেও রয়েছে শরৎকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা। ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস মিলে শরৎকাল। শরতের নীল আকাশের সাদা মেঘ, নদীর তীরের কাশফুল, ঝকঝকে বিলের পানিতে শাপলা ফুলের সৌন্দর্যের কথা প্রবন্ধে রয়েছে। শরতের মোহনীয় রূপ আমাদের মুগ্ধ করে। এভাবে প্রবন্ধে আলোচিত শরতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিষয়টি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ। • “উদ্দীপকের ভাবার্থে ‘ছবির রং’ প্রবন্ধে আলোচিত আমাদের প্রকৃতির রূপই যেন প্রতিফলিত হয়েছে।”— উক্তিটি যথার্থ।

• প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণেই বাংলাদেশকে রূপের রানি বলা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সৌন্দর্যের বিশালতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন ঋতুর রূপবৈচিত্র্যে রঙিন হয়ে ওঠে বাংলার প্রকৃতি।

• উদ্দীপকে ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশের শরৎকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে। এ সময় বর্ষার কালো মেঘ সাদা হয়ে নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়। নদীর তীর সাদা কাশফুলে ছেয়ে যায়। আকাশে বকের সারি, ঝলমলে বিলে শাপলার হাসি, সবুজ ফসলের মাঠ, রাতে অজস্র তারার মেলা বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিষয়টিকে আরও রূপময় করে তোলে। ‘ছবির রং’ প্রবন্ধেও বাংলার প্রকৃতির রূপের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের চারপাশের গাছপালা, ফুল, মাঠ, নদী সবকিছুর মাঝে অপূর্ণ সৌন্দর্যের ঘনঘটা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের রং যেন অফুরান। ঋতুর বৈচিত্র্যে বাংলার প্রকৃতির রূপ ও রং বদলে যায়। বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের চারপাশ প্রকৃতির রঙে কতটা ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে তার বর্ণনা প্রবন্ধে রয়েছে।

• ‘ছবির রং’ প্রবন্ধে বাংলার প্রকৃতির রং-রূপের দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উদ্দীপকের ভাবার্থেও বাংলার প্রকৃতির রূপের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকে শরতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে যেন আমাদের প্রকৃতির রূপই প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা যায়, প্রবন্ধে মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকের বিষয় : বাংলা মায়ের অপূর্ণ রূপ।

প্রশ্ন ৫। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপূর্ণ রূপে বাহির হলে জননী! ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে! তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

[তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের হৃদয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

- ক. নীল ও লাল রং মেশালে কোন রং পাওয়া যায়? ১
- খ. বাংলাদেশের বর্ষা ঋতুর বর্ণনা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকটি ‘ছবির রং’ প্রবন্ধে কোন দিকটিকে ফুটিয়ে তোলে? ৩
- ঘ. “দেশমাতাকার অপূর্ণ রূপ ফুটিয়ে তুললেও উদ্দীপকটি ‘ছবির রং’ প্রবন্ধের মূলভাব প্রকাশ করে না।” বক্তব্য বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নীল ও লাল রং মেশালে বেগুনি রং পাওয়া যাবে।

খ. আষাঢ়-শ্রাবণ এ দুই মাস বাংলাদেশের বর্ষা ঋতু।

গ. ঝিরঝিরে অল্প বৃষ্টি থেকে ঝরঝর করে প্রবল বেগে বৃষ্টি হয় এ সময়। বর্ষা ঋতুতে বাংলার মাঠঘাট, নদী-নালা, বিল-ঝিল পানিতে টইটমুর থাকে। পানি পেয়ে গাছপালা সতেজ হয় এবং গাছ সবুজ রঙে ভরে যায় গাছপালা, বনজঙ্গল, ধানখেত, পাটখেত ইত্যাদি। কমলা-সাদা কদম ফুল বর্ষা ঋতুর নন্দিত ফুল।